ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান নকল প্রসাধনী জব্দ, ২ জনের কারাদন্ড

ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর থেকে বিপুল পরিমান নকল প্রসাধনী জব্দ করেছে র্যাব ও ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় ২ জনকে ২ মাস করে কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। দন্ডিতরা হলো-ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কুলচারা গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে হারুন মিয়া
(৩০) ও একই গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে পাভেল (২৮)। সোমবার দুপুরে এ অভিযান চালানো হয়।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মাসুদ আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুরে শহরের আরাপপুর এলাকার একটি দোকানে অভিযান চালায় র্যাব ও ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় নামি দামি কোম্পানীর বিপুল পরিমান নকল প্রসাধনী জব্দ করা হয়।

পরে জড়িত থাকার অভিযোগে দোকানের মালিক হারুন ও পাভেলকে আটক করে ২ মাস করে কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়েত উল্যাহ। জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক মুল্যে প্রায় ৭ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে র্যাব।

ঈদুল আজহার ছুটি বাড়ছে না

আসন্ন ঈদুল আজহার ছুটি বাড়ানো হবে না। ছুটি থাকবে তিন দিনই। ছুটির সময় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলে থাকতে হবে। সোমবার (১৩ জুলাই) সচিবালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকের ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ কথা জানান।

জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা অনুযায়ী এবার আগামী ৩১ জুলাই বা ১ আগস্ট মুসলমানদের দ্বিতীয় বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হবে।

আগামী ১ আগস্ট (শনিবার) ঈদুল আজহা ধরে সরকারের ২০২০ সালের ছুটির তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ৩১ জুলাই, ১ ও ২ আগস্ট (শুক্র, শনি ও রোববার) ঈদুল আজহার ছুটি থাকবে। এক্ষেত্রে দুদিনই চলে যাচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে। ৩১ জুলাই (শুক্রবার) ঈদ হলে ছুটি থাকবে ৩০ ও ৩১ জুলাই এবং ১ আগস্ট (বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি)। এক্ষেত্রেও ছুটির দুদিন চলে যাচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটির মধ্যে।

ইত্তেফাক/বিএএফ

কাঁচামরিচের কেজি ৩০০ টাকা!

কাঁচামরিচের দাম ৩০০ টাকা কেজি! দাম শুনে চোখ কপালে তুলছেন ক্রেতারা। এতে রীতিমতো মরিচের বাজারে আগুন বলে রসিকতা করছেন তারা।

সোমবার সকালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া সদরবাজার, গোপালপুর, দড়গ্রাম, ধানকোড়া, বালিয়াটি, জান্নাসহ বিভিন্ন হাটবাজার ঘুরে মরিচের এ চড়া দাম দেখা গেছে।

কাঁচাবাজারে গিয়ে দেখা গেছে, সব ব্যবসায়ীর দোকানে কাঁচামরিচ নেই। হাতেগোনা দুয়েকজন ব্যবসায়ীর কাছে থাকলেও পরিমাণে অল্প এবং বেশিরভাগ পাকা ও আংশিক পচা। তার পরও দাম ৩০০ টাকা কেজি।

কাঁচামরিচ কিনতে আসা ঘিওর গ্রামের আ. কুদ্দুস মেম্বার যুগান্তরকে জানান, এক কেজি দাম ৩০০ টাকা হলেও এক পোয়া (২৫০ গ্রাম) ৮০ টাকা দাম গুনতে হচ্ছে।

কাঁচামরিচ ব্যবসায়ীরা জানান, অতিবৃষ্টি ও বন্যার পানিতে অনেক মরিচগাছ তলিয়ে গেছে। তাই কাঁচামরিচের সংকট।

সরবরাহ কম থাকায় বেশি দামে কিনে চড়া দামে মরিচ বিক্রি করতে হচ্ছে। কৃষকের নতুন আবাদের কাঁচামরিচ বাজারে না আসা পর্যন্ত এ চড়া দাম অব্যাহত থাকবে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

তা ছাড়া প্রতি বছর বর্ষার শেষ মৌসুমে এ সময় মরিচের দাম একটু

বেশিই থাকে।

সাটুরিয়া বাসস্ট্যান্ডের সুরুচী হোটেল মালিক ব্যবসায়ী মিন্টু বসাক যুগান্তরকে বলেন, হোটেলের জন্য প্রতিদিন প্রায় এক কেজি মরিচ লাগে। কাঁচামরিচ কিনতে গিয়ে দেখি, দাম ৩০০ টাকা কেজি। তিন কেজি প্রয়োজন থাকলেও চড়া দামের কারণে কিনেছি এক কেজি।

সাটুরিয়া কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী কানু মিয়া জানান, মানিকগঞ্জের বরংগাইল আড়ত কাঁচামরিচের জন্য বিখ্যাত। সেখানেও চাহিদার তুলনায় মরিচ সংকট।

চড়া দামের কারণে ২০ কেজির থেকে মাত্র তিন কেজি কাঁচামরিচ আমদানি করেছেন তিনি। তাও মরিচের বেশিরভাগ পাকা। কেজি দরে দাম জেনে ক্রেতারা কিনছে ১০০-২০০ গ্রাম করে।

জানা গেছে, বিগত ঈদুল ফেতরে খুচরাবাজারে এক কেজি কাঁচামরিচের দাম ছিল ৫০-৭০ টাকা। গত সপ্তাহেও বিভিন্ন হাটে কাঁচামরিচ বিক্রি হয়েছে ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে এ কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ২৬০-৩০০ টাকা কেজি দরে।

যুগান্তর

দ্বিতীয় বিয়ের পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সাবরিনা

কোভিড-১৯ টেস্ট নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ও জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক ডা. সাবরিনা চৌধুরী দ্বিতীয় বিয়ে করার পর বেপরোয়া হয়ে উঠেন।

গ্রেফতারের পর সাবরিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন তথ্যই পেয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

তারা জানান, আরিফের সঙ্গে বিয়ের পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন সাবরিনা। দুজনে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

ও স্বাস্থ্য অধিদফতরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারি কাজ পেতে নানামুখী তদবির করেন সাবরিনা।

এক্ষেত্রে সাবরিনা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ)-এর কয়েকজন নেতাকে কাজে লাগান বলেও অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করে আসা ডা. সাবরিনা জেকেজি হেলথকেয়ারের প্রধান নির্বাহী আরিফুল হক চৌধুরীর চতুর্থ স্ত্রী ছিলেন।

রোববার দুপুরে সাবরিনাকে হাসপাতাল থেকে ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তেজগাঁও থানার এক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

করোনাভাইরাস পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে করা ওই মামলায় গ্রেফতার হয়ে সাবরিনার স্বামী আরিফুলও কারাগারে আছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই দম্পতির জীবনও রূপকথার গল্পের মতো। আরিফের চতুর্থ স্ত্রী সাবরিনা। আরিফের এক স্ত্রী থাকেন রাশিয়ায়, অন্যজন লন্ডনে। আরেকজনের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তবে ছাড়াছাড়ির পরও সাবেক ওই স্ত্রী উচ্চমহলে আরিফের জন্য দেনদরবার করে যাচ্ছেন।

তদন্তসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূলত সাবরিনার হাত ধরেই করোনার স্যাম্পল কালেকশনের কাজটি ভাগিয়ে নেয় অনেকটা অখ্যাত জেকেজি নামে এই প্রতিষ্ঠান। প্রথমে তিতুমীর কলেজে মাঠে স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপনের অনুমতি মিললেও প্রভাব খাটিয়ে ঢাকার অন্য এলাকা এবং অনেক জেলা থেকেও নমুনা সংগ্রহ করছিলেন তারা।

তবে স্বামী-স্ত্রী মিলে করোনা টেস্ট করলেও তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের নয়। স্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের এক চিকিৎসককে মারধর করেন আরিফ চৌধুরী। পরে এ ঘটনায় স্বামীর বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় জিডি করেন ডা. সাবরিনা।

গত ৪ জুন এ জিডি করা হয়। দুই মাস আগে তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সাবরিনা দাবি করেন।

কিন্তু আরিফুল গ্রেফতার হওয়ার পর করোনা সনদ জালিয়াতির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সামনে আসার পরই স্বামীকে তড়িঘড়ি তালাক নোটিস পাঠান সাবরিনা।

সাবরিনার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরে। তার বাবা সাবেক সচিব সৈয়দ মোশাররফ হোসেন। তিনি ঢাকার শ্যামলীর পিসি কালচার রোডের নিজ বাড়িতে বসবাস করেন। তার দুই মেয়ের মধ্যে ডা. সাবরিনা বড়।

সাবরিনা ঢাকার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে এসএসসি ও পরে এইচএসসি পাস করেন। এরপর এমবিবিএস পাস করেন সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে।

সাবরিনার প্রথম স্বামীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, তিনি টেলিফোন সেবা সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। সাবরিনা ২৭তম বিসিএসে স্বাস্থ্য ক্যাডারের চাকরি পাওয়ার পর তার প্রথম পোস্টিং হয় দিনাজপুরে। পরে বদলি হয়ে আসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকে যোগ দেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে।

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশে করোনায় আরও ৩৯ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৩৯১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৯৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮৯৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৭০৩ জন এবং মোট সুস্থ ৯৮ হাজার ৩১৭ জন।

সোমবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা

নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৩৫৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ হাজার ৪২৩টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৯৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮৯৪ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২৪ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩০ জন ও নারী ৯ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৩৯১ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার ৮৯০ জন আর নারী ৫০১ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৭০৩ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৯৮ হাজার ৩১৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫২ দশমিক ৬১ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ০-১০ বছরের মধ্যে একজন, ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৮১-৯০ বছরের একজন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ৫ জন, খুলনায় ৭ জন, বরিশালে ৩ জন, রংপুরে ও সিলেটে ২ জন করে এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৪৩ জন এবং বাড়িতে ৪ জন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ১৯৫ জন, চট্টগ্রামে ৬২৩ জন, রাজশাহী ১২১, খুলনায় ১২৮ জন, বরিশালে ৮৮ জন, রংপুরে ৭৫, সিলেটে ১০৫ এবং ময়মনসিংহে ৫৬ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩৪ জন এবং বাড়িতে ৫ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯

রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

মেপ্র/আরজেএম

এখনও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন সির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দেহে যে কোনো ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে সহায়তা করে। তাই করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরের ভেতরকার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধক দেয়াল তৈরিতে শুরু থেকেই ভিটামিন সি জাতীয় ফল ও শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন ডাক্তার ও পুষ্টিবিদরা। এতে করে বাজারে ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ ফলের চাহিদা বেড়ে যায়। আর সেই সুযোগে এসব ফলের দাম বাড়িয়ে দেয় বিক্রেতারা।

যা এখনও চলমান। ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে জোগান কমের কথা বললেও আদতে তা পুরোপুরি সঠিক নয়। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ অনেক ফলের জোগান প্রচুর থাকলেও দেখা যাচ্ছে দাম অন্যবারের তুলনায় অনেক বেশি। যা অনেক ক্রেতার নাগালের বাইরে। সরেজমিন রাজধানীর মিরপুর, কারওয়ান বাজার ও সদরঘাটসহ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফলে ভরপুর বাজারগুলো। এর মধ্যে অন্যতম আমলকি। গত বছর বা সাধারণ সময়ে বিক্রি হতো ১০০ গ্রাম ১০ থেকে ২০ টাকায়। তা এখন আকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ৬০-৯০ টাকায়। কেজি হিসাবে দাম পড়ে ৬০০-৯০০ টাকা। কয়েকজন ফল বিক্রেতা জানালেন, এর দাম কেজি প্রতি ২ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। অন্যান্য সময় মাল্টা যেখানে কেজি প্রতি ১২০-১৫০ টাকায় বিক্রি হতো সেখানে এখন তা ২০০-২৪০ টাকা। মৌসুমের শুরুর দিকে লটকনের দাম ছিল ১০০-১২০ টাকা কেজি। সেটি এখন কেজিতে ৩০ থেকে ৪০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু বাজারে লটকনের জোগান প্রচুর। অন্যান্য বছর জাম বিক্রি হতো ১০০-১৫০ টাকায়, তা এবার বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২২০ টাকায়।

স্বাভাবিক সময়ে কামরাঙা বিক্রি হতো প্রতি কেজি ৫০-৭০ টাকা, এখন হচ্ছে ১২০-১৫০ টাকায়। জামরুল বিক্রি হতো ১০০-১২০ টাকায়, এখন হচ্ছে ১৫০-২০০ টাকা দামে। বাজারে আমড়া আসতে শুরু করেছে। সেটাও বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২২০ টাকা কেজি দরে।

ঔষধি ফল হিসেবে খ্যাত আনারসের দামও হাতের নাগালে নেই। এক হালি আনারস কিনতে হলে গুনতে হচ্ছে ২০০ থেকে ২৪০ টাকা। পেয়ারা বিক্রি হচ্ছে কেজিপ্রতি ১০০-১৫০ টাকা। অড়বরই ১০০ গ্রাম বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা, করমচা ১০০ গ্রাম ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ঢেউয়া যেখানে সবসময় বিক্রি হতো ৮০-১২০ টাকা প্রতি কেজি, তা এখন ২০০-২৪০ টাকা। লেবুর দামও করোনাকালে বেড়ে গিয়েছিল কয়েকগুণ। তবে এখন ২০-৪০ টাকা হালিতে লেবু পাওয়া যাচ্ছে।

মিরপুর-১ বাজারে আমলকি ও আমড়া কিনতে আসা মাহমুদুল হক যুগান্তরকে বলেন, কোনো ফলের দামই হাতের নাগালে নেই। ভিটামিন সি জাতীয় ফলের দাম বেড়েছে কয়েকগুণ। প্রতিদিন অল্পঅল্প কিনে পরিবারের সবার চাহিদা পূরণ করি। করোনার আগে যেসব ফল মাঝেমধ্যে খেতাম এখন সেগুলোতে হাতও দেয়া যাচ্ছে না।

ফল বিক্রেতা মাসুম বলেন, কিছু ফলের চাহিদা বেড়ে গেছে অনেক। যেমন আমলকি। চাহিদার তুলনায় ফল আসে খুব কম। তাই দাম একটু বেশি। আনারস আমাদেরই কেনা প্রতি পিস ৪৩ টাকা, বিক্রি করি ৫০ টাকায়। দেশি ফল আমলকি, আমড়া, কামরাঙা, জাম, বেল, অরবড়ই এগুলোর চাহিদা বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই তুলনায় এসব ফলের জোগান বাড়েনি। কিন্তু মাল্টাতো দেশের বাইরে থেকে আসে। সেটার দাম কেন বাড়ল? এমন প্রশ্নের উত্তরে এ ফল বিক্রেতা বলেন, পাইকারি বাজারে ফলের দাম বেড়ে গেছে।

পুষ্টিবিদরা বলছেন, ভিটামিন সি আমাদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু জানা প্রয়োজন, এটি যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি সবটুকুই শরীর বের করে দেয়। তাই অতিরিক্ত ভিটামিন সি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের পুষ্টিবিদ ছাঈদা লিয়াকত যুগান্তরকে বলেন, করোনার এই দুঃসময়ে আমাদেরকে সুষম খাবার গ্রহণ করতে হবে। প্রতিদিনই ভিটামিন ‘সি’ গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে। শাকসবজি ও ফলমূল থেকে আমরা সেটা পেয়ে থাকি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রতিদিন ৬০-৯০ মিলি গ্রাম ভিটামিন ‘সি’র প্রয়োজন হয়।

দৈনিক দুটো আমলকি খেলেই এ চাহিদা পূরণ হয়। সব সময় আমাদের মাল্টার মতো দামি ফল খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা তিন বেলা খাবারে একটু লেবু খেয়েও এ চাহিদা পূরণ করতে পারি। করোনার এ সময়ে ভিটামিন ‘সি’র পাশাপাশি জিংক সমৃদ্ধ খাবার বা ট্যাবলেটও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। সূত্র- যুগান্তর

হোটেলে একসঙ্গে পার্টি করতেন শাহেদ-পাপিয়া

অনিয়ম-জালিয়াতিতে অভিযুক্ত মো. শাহেদ ও নানা অভিযোগে কারাগারে থাকা শামিমা নূর পাপিয়া একটি হোটেলের ছাদে একসঙ্গে পার্টি করতেন। তারা দুইজনই একাধিক পার্টিতে একসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বলে একটি দৈনিকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজধানীর একটি থ্রি-স্টার হোটেলের প্লাটিনাম মেম্বার শাহেদ। ওই হোটেলের ছাদে একাধিক পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন তারা। শাহেদের প্রতিষ্ঠানের একাধিক কর্মীর বরাতে এ তথ্য দিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি।

এছাড়া প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়, ২০১৬ সালের দিকে উত্তরায় রিজেন্ট ক্লাব গড়ে তোলেন শাহেদ। এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল পাপিয়ার। তবে পাপিয়া ওই অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। এজন্য তার মনোনীত একজন প্রতিনিধি পাঠান। পাপিয়ার পাঠানো ওই তরুণীকে নিয়েই রিজেন্ট ক্লাব উদ্বোধন করেছিলেন শাহেদ। ক্লাবের আড়ালে সেখানে মূলত মদ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের আসর বসানো হতো বলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়। সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনায় চট্টগ্রামের উপ পুলিশ কমিশনার মিজানের মৃত্যু

কোভিড-১৯ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) উপকমিশনার মিজানুর রহমান।

রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

সিএমপির বিশেষ শাখার উপপুলিশ কমিশনার আবদুল ওয়ারিশ যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এ ছাড়া সিএমপির জনসংযোগ কর্মকর্তা মির্জা সায়েমের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর ২৮ জুন ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে পঠিয়ে দেয়া হয় মিজানুর রহমানকে। তার স্ত্রী ও সন্তানও এই ভাইরাসে আক্রান্ত।

২২তম বিসিএসের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়া মিজানুর রহমানই প্রথম এসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা, যিনি করোনাভাইরাসে মারা গেলেন। সূত্র- যুগান্তর

আদালতে নেয়া হচ্ছে ডা. সাবরিনাকে, চাওয়া হবে রিমান্ড

কোভিড-১৯ টেস্ট নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ও জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক ডা. সাবরিনা চৌধুরীকে আদালতে নেয়া হচ্ছে। তাকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৪ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে।
সোমবার সকালে তাকে আদালতে হাজিরের উদ্দেশে নেয়া হচ্ছে। গ্রেফতারের পর ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশীদ জানিয়েছিলেন, সোমবার সাবরিনাকে আদালতে তুলে রিমান্ড আবেদন করবে পুলিশ। এই ঘটনায় আর কে কে জড়িত তাকে